দৈনিক ইনকিলাব

167

তারিখ 07 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষা ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট

দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সংকট কত বড় বাধা হয়ে দেখা দিয়েছে তা অনুধাবন করার জন্য বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গন পরিস্থিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষতঃ বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রমবর্ধমান বেতন ফি, ভর্তি ফি, বই-পুস্তকের অগ্নিমূল্য, খাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদি শিক্ষা সামগ্রীর উচ্চ মূল্য ছাত্র-ছাত্রী তথা অভিভাবক মহলকে দিশেহারা করে তুলেছে। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলেও অহরহ শুনা যায়। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান আর্থিক সংকট ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে একে উন্নতি বলবো না অবনতি বলবো তা বিবেচ্য।

প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়ার মাঝ থেকে বিদায় নিচ্ছে। প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ করার পিছনে যে কারণ রয়েছে, তা হলো আর্থিক সংকট। অবশ্য শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবোধের অভাব ও অভিভাবকরা এ ব্যাপারে উদাসীন থাকেন।

আর্থিক সংকট ও উদাসীনতা ছাড়াও অন্যান্য কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এ কথাও অনস্বীকার্য। লেখা-পড়ার প্রতি উৎসাহ প্রদানের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকার আবশ্যকতার কথা আসতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও আর্থিক সংকট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

শিক্ষকদের পদ শূন্য থাকা কিংবা শিক্ষকদের বেতন বাকী থাকায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে না যাওয়া কিংবা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ করে লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া এ সব বিষয়ে অনেকাংশে আর্থিক অবস্থার সাথে যুক্ত। এই আর্থিক সংকট দূর না করলে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব নয়—এই সত্যটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে এই সংকটের অবসান ঘটানো সম্ভব, তবে এর অর্থ এই নয় যে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যয়বহুল করলেই শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান আর্থিক ও অন্যান্য সংকট দূর করার মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজলভ্য ও সার্বজনীন করতে হলে অবশ্যই এই আর্থিক সংকট দূর করার বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

—মোজহারুল হক (বাবুল)